POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGLA-HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2022

एम.टी.टी.-002 : बांग्ला-हिन्दी अनुवाद : तुलना और पुनःसृजन

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

नोट : ***सभी*** *प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं ।*

1. निम्नलिखित में से किन्हीं ***दो*** प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 – 300 शब्दों में दीजिए : *2×10=20*

(a) बांग्ला की उच्चारणगत विशेषताओं की सोदाहरण चर्चा कीजिए । हिन्दी और बांग्ला की शब्द संरचना संबंधी विशेषता एवं विभिन्नता पर प्रकाश डालिए ।

(b) सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के संदर्भ में बांग्ला और हिन्दी शब्दों के प्रयोगों को सोदाहरण प्रस्तुत कीजिए ।

(c) हिन्दी और बांग्ला की शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय की बहुविध भूमिका का सोदाहरण विवेचन कीजिए ।

(d) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद के अनुसार बांग्ला और हिन्दी की रूप रचना के अंतर को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए ।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : *5*

(a) বাড়তি

(b) রলা

(c) বাতিল

(d) শিউলি

(e) চাষী

(f) দাবা

(g) পেযারা

(h) টিপ

(i) ঝাল

(j) মৈতে

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : *5*

(a) मकान

(b) थकान

(c) चूल्हा

(d) घूँघट

(e) समधी

(f) सही

(g) ग़लत

(h) गली

(i) कुछेक

(j) बहुत

4. निम्नलिखित हिन्दी मुहावरों में से किन्हीं ***पाँच*** के बांग्ला समतुल्य बताते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए : *5×3=15*

(a) कौड़ियों के मोल

(b) भागते भूत की लँगोटी ही सही

(c) न ऊधो का लेना न माधो का देना

(d) चित भी मेरी पट भी मेरी

(e) ऊँट के मुँह में जीरा

(f) आधा तीतर आधा बटेर

(g) सिर मुँडाते ओले पड़ना

(h) पौ बारह

(i) दोनों हाथ में लड्डू

(j) बालू से तेल निकालना

(k) गुड़-गोबर करना

5. निम्नलिखित में से किन्हीं ***तीन*** अनुच्छेदों का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : *3×15=45*

(a) কড়া নাড়তেই ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিলে । তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত দিলেম । গা যে পুড়ে যাচ্ছে ! ওরে বাপরে, কত জ্বর । তার উপর যশোদা যা খবর দিলে, শুনে ত আমি বসে পড়লেম । যশোদা বললে – আমরা চলে যাবার খানিক পরেই মা ফিরে এসে ছিলেন, খুকির জ্বর দেখে গেছলেন, তাই থাকতে পারেননি । আমরা থিয়েটারে গেছি শুনে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আধ ঘন্টা পরেই চলে গেছেন । অশূর্বই তাঁকে নিয়ে গেছে । মেলগাড়ি না কি – তাইতে না কি কাশী গেছেন । ঠাকুর – সে কথার সাক্ষী হোল ।

মা তবে আমাদের ছেড়ে গেছেন । এত-বড় অন্যায় কেমন ক'রেই বা সইবেন । কাশীতে মার পিশিমা ছিলেন – নিশ্চয় মা সেইখানেই গেছেন । খুকি একটু সামলালে আমরা সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেছলেম । মা এলেন না, – বলেছেন, সাধনার বিয়ের সময় আসবেন । স্বামী আসবার সময় চোখে জলে ভেসে বললেন – "একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না, মা ?" মা বললেন, "একটা নয় আশু, তোর একশোটা অন্যায় আমি ক্ষমা করছি, করবও, কিন্তু তোদের সংসারের ভেতর আমায় আর টানিস নে – আমি আর পাচ্ছিলুম না । বিশ্বনাথ আমায় জুড়ুতে দিন একটু ।"

মা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করতে পেরেছেন – তিনি যে ওঁর ছেলে । কিন্তু আমায় ! লোকে আমায় হয়ত নিন্দা করে । শাশুড়ি আমার জন্যে তাঁর সাজানো সংসার, সাথে সন্তান সব ছেড়ে আজ কাশীবাসিনী । ছেলেরা রাগ করে, আমার জন্যেই তাদের ঠাকুমা চলে গিয়েছেন । স্বামী মুখে স্পষ্ট না বলুন কিন্তু মনটা তাঁর ভার হয়েই থাকে – কেন আমি এত কালেও তাঁর মন নিতে পারলেম না – তাঁর মা ত যেমন-তেমন মা নন ! সব সত্যি ! কিন্তু ওগো, তোমরা সবাই আমায় ব'লে দিতে পার, আমি রাগ করব কার উপর ? আমার মার সঙ্গে দেখা হবার শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্তটিকে – ! না, চির-মাতৃহীনা ক'রে যিনি আমায় এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপর ?

(b) নিজের ছিল প্রচন্ড শক্তি, কি দেহের কি মনের ! বয়স ক্রমশ সত্তরের দিকে চলেছে তবুও প্রতিভা তেমনি বলিষ্ঠ । দীর্ঘ শরীরটা যেন সামান্য একটু সামনের দিকে ঝুঁকেছে কিন্তু যৌবনের দীপ্ত তেজ এখনো তার কাছে হার মেনে যায় । গলা তুলে কথা কইলে কড়ি-বরগা রিম্-ঝিম্ করে ওঠে । গানের গলা তেমনি আর নেই, কিন্তু গানের প্রতিভার যেন হাজার পাপড়ি একে একে খুলে যাচ্ছে । শান্তিনিকেতনে 'নটরাজ' নাম দিয়ে নতুন ধরনের নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থা করলেন ।

ওদিকে 'বিচিত্রা' বলে নতুন একটা পত্রিকা বেরুচ্ছে, তার জন্য নতুন নতুন রচনা হচ্ছে । এই পত্রিকাতেই নতুন উপন্যাস 'তিন পুরুষ' বেরুল, পরে তার নাম হল 'যোগাযোগ' । এই উপন্যাসে কবি কেমন সুন্দর করে দেখিয়েছেন পিতামহদের জীবনের ধারা পুত্রকন্যার কাছে এসে অন্য রূপ নিচ্ছে, কিন্তু তৃতীয় পুরুষ যেই জন্ম নিল, অমনি তার জন্য সবাই তাদের দাবি ছেড়ে দিচ্ছে ।

১৯২৭ সালে আরেকবার বিদেশ যাত্রা । এই নিয়ে হল নয় বার দেশের মাটি ছেড়ে যাওয়া । এবার গেলেন পুব সাগরে – মালয়, জাভা, বলি, শ্যামদেশ । সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর, আরো কেউ

কেউ । উচ্ছ্বসিত হয়ে সে-সব দেশের লোকেরা ভারতের কবিকে অভ্যর্থনা করল । কবির মনে পড়ল ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপপুঞ্জের যোগাযোগ এই প্রথম নয় । বহু যুগ আগে ভারতীয় বণিকেরা আসত বাণিজ্য করতে, ধর্মগুরুরা এখানে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করেছিলেন, এখানে ভারতীয়রা এসে বসবাসও করেছেন । আবার এতকাল পরে কবি এসেছেন ভারতের বাণিজ্য নিয়ে নয়, ভারতের উদাত্ত বাণী নিয়ে ! এখানে এসে এদের আপনজন বলে চিনতে পেরেছেন । 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী' নামের কবিতায় এই মনের ভাবের অনেকখানি প্রকাশ করেছিলেন ।

(c) মাস পুরে যাবার আগেই কবি আবার দেশে ফিরেছেন, 'নটরাজ' নৃত্যনাট্যকে নতুন করে সাজিয়ে তার নাম দিয়েছেন 'ঋতুরঙ্গ' । কলকাতায় 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয়ও হল । কাজের চাকা ঘুরেই চলেছে, আরো কত বিদেশী এলেন গেলেন । তারই মধ্যে কবির সাতষট্টি বছর বয়স হল । জন্মদিনে কবিকে ওজন করা হল, দাঁড়িপাল্লার এক দিকে ওঁর নিজের লেখা বই দিয়ে । তার পর সে-সব বই বিলিয়ে দেওয়া হল ।

আরেকবার বক্তৃতা দেবার জন্য এই সময় বিলেত যাবার কথা হয়েছিল, কিন্তু শরীর খারাপ বলে আর যাওয়া হল না । তার বদলে পন্ডিচেরি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করলেন । সিংহল, ব্যাঙ্গালোর বেড়ালেন । ব্যাঙ্গালোরে 'শেষের কবিতা' উপন্যাসখানি শেষ করলেন । বিদেশ গেলেন আবার দুবছর গরেই, ক্যানাডার নিমন্ত্রণে । জাপান হয়ে গেলেন, ক্যানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রেও গেলেন, কয়েকটি বিখ্যাত জায়গায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিলেন । এমন সময় ওঁর পাসপোর্ট গেল হারিয়ে । এমন বিশ্ব-বিখ্যাত কবির পাসপোর্ট হারানো ব্যাপার নিয়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষ এমনি হাঙ্গামা বাধালেন যে শেষ অবধি তিতিবিরক্ত হয়ে কবি আবার জাপান যাত্রা করেছিলেন । তার পর আবার দেশে ফিরলেন ।

দেশে যখনই থাকেন কাজেকর্মে একেবারে ডুবে যান । এখানে ওখানে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন, সভাপতিত্ব করছেন, কাব্য রচনা করছেন, নাটক লিখছেন, সেগুলি অভিনয় করাচ্ছেন । প্রথম প্রথম শুধু গানের নাটক লিখতেন, তার পর মুখের কথার সঙ্গে গান জুড়লেন, শেষের নাটকের সঙ্গে গান ও নাচ দুইই যোগ করলেন ।

(d) ঐ বাজারে একটা দরজির দোকান ছিল । দরজির সঙ্গে দাউদের বড় ভাব । রোজ ঐখান দিয়ে যাবার সময়, দাউদ মোতিকে থামতে বলে, তার ঘাড়ের ওপর বসে বসেই দরজির সঙ্গে গল্প করত । দরজি মোতিকেও খুব ভালবাসত । মোতি মিষ্টি খেতে ভালবাসে শুনে রোজ তার জন্যে দরজি কিছু না কিছু রেখে দিত । মোতি এসে দাঁড়িয়েই মিষ্টির আশায় শুঁড় বাড়িয়ে দিত । আর দরজি অমনি তাকে হয় একটা মিষ্টি ফল, নয় একটা লাড্ডু, কি বরফি, কি বাতাসা দিত । সেটাকে মুখে ফেলে, চোখ বুজে মোতি তারিয়ে তারিয়ে খেত । তারপর দাউদের গল্প করা শেষ হলে, ওরা আবার নদীর দিকে চলত ।

এর মধ্যে একদিন হয়েছে কি, দরজির কাছে একটাও ফল, কি মিষ্টি, কি খাবার ছিল না, যা মোতিকে দেওয়া যায় । দরজির কেমন দুষ্টু বুদ্ধি জাগল । যেই না মোতি শুঁড় বাড়িয়ে দিয়েছে, অমনি দরজি তার হাতের ছুঁচটি শুঁড়ের ডগায় ফুটিয়ে দিয়েছে । শুঁড়ের ডগাটি মানুষের ঠোঁটের মতো নরম । মোতির তাই খুব ব্যথা লাগল । তবু সে শুঁড়টি সরিয়ে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ।

তারপর দাউদের গল্প শেষ হলে দুজনে রোজকার মতো নদীতে গেল । খুব জল ছিটিয়ে স্নান করল মোতি সেদিন । দাউদের মনে একটু ভাবনা ছিল, দরজি কাজটা ভাল করেনি । কি জানি, হাতির মেজাজ যদি বিগড়ে যায় । তাই জলে নেমে মোতির ফুর্তি করে স্নান করা দেখে দাউদও নিশ্চিন্ত হল ।

(e) পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জন করিতে যাই । আমি একা নই — দশ-বারোজন । যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয় । ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে তাহার হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার ক্রোশ পথ ভাঙ্গিতে হয় — চার ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশি — বর্ষার দিনে মাথার উপর মেয়ের জল ও পায়ের নিচে এক হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সে দুর্ভাগা বালকদের মা-সরস্বতী খুশি হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না ।

তার পরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান — তাঁদের চার-ক্রোশ হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে । কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন ? তারা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দশা হয় না !

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম । সে যাক, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলেপুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া শহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই । তার পরে একদিন ছেলেপুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু শহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না ।

6. निम्नलिखित में से किसी ***एक*** अनुच्छेद का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : *1×10=10*

(a) कुमार साहनी ने इसे अपनी सिनेमाई कृति बनाया है । एक सुधी सिने दर्शक के रूप में मुझे 'चार अध्याय' एक पोएटिक लहजे से भरी कृति लगी । इतने कलात्मक संवाद अपनी जानकारी में अन्यत्र नहीं सुने । फ़िल्म में बिम्ब कमाल हैं । जैसे फ़िल्म में

खिलते हुए फूल कई बार आते हैं । तालाब, कोलकाता की ट्राम के दृश्य बेहद खूबसूरत बन पड़े हैं । हेम और अतीन्द्र दोनों क्रान्ति के रास्ते पर हैं । स्वाधीनता संघर्ष चरम पर है । मगर अतिन व्यक्तिगत आज़ादी चाहता है । वह समूह से अलहदा अपने विचार रखता है । समूह के भीड़तन्त्र पर उसका विश्वास नहीं है । समूह अथवा भीड़तन्त्र निज की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता । प्रेम यहाँ अपराध है । बार-बार इस वाक्य की आवृत्ति की जाती है, क्रान्ति उत्सर्ग माँगती है । इला को अतिन से अलग कर दिया जाता है, फ़िल्म में कलाधर्मी आन्दोलन की छाप प्रत्येक दृश्य में दिखाई देती है । संगीत वन राज भाटिया का है, जिनके बारे में अभी ख़बर है वह ग़रीबी से जूझ रहे हैं । फ़िल्म में कैमरा जीवन का सौन्दर्यशास्त्र रचता है । मैं मुरीद हूँ, फ़िल्म की सिनेमा फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले के.के. महाजन एवं सम्पादक सुजाता नरूला का । संवेदना की सघनता एवं तीव्रता को कैमरे ने हर दृश्य में पकड़ा है । सुमंतो चट्टोपाध्याय एक कलाकार के रूप में अतीन्द्र की उलझन को इतनी महीन तरीके से उभारते हैं कि कोई भी 'चार अध्याय' को देखते हुए उस मर्म से बिंध जाएगा । 'देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम का द्वन्द्व प्रत्येक दृश्य में है, अंतो से जब हेम कहती है, मैंने तुम्हारा जीवन बिगाड़ दिया । क्या हमारे बीच प्रेम में देश प्रेम नहीं था । अतिन (अंतो) कहता है, मैं तो प्रेम चाहता था, 'देश' बीच में आ गया ।

(b) मैं उनके शरीर को जानती थी । 1969 में भी ऐसा ही हुआ था । हिचकी आती थी । ख़ून और ग्लूकोज़ देते ही ठीक हो गए थे । इस बार भी मैंने वही करने को कहा । अनुभव काम आया । मगर वे बहुत कमज़ोर हो गए थे । हीमोग्लोबिन कम था । डॉ. शाही ने कहा — "हीमोग्लोबिन ठीक होने पर ऑपरेशन किया जाएगा ।" खाना-पीना, सेवा-सत्कार चलता रहा । इस बार ऑपरेशन के लिए 15 फ़रवरी का दिन तय हुआ ।

इधर चुनाव की घोषणा हो गई । सभी उत्तेजित थे । 12 फ़रवरी को रेणु अस्पताल से चुपचाप घर चले आए । दल के चुनाव कार्यालय और कॉफ़ी हाउस में दौड़-धूप शुरू की । चार दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा । उसके बाद लगातार उल्टी होने लगी । इस बार भयभीत होकर बोले — "ऑपरेशन कराना ही अच्छा रहेगा ।"

मतदान के दिन ख़ुद जाकर वोट दे आए ।

कोकाकोला पीना उन्हें बहुत अच्छा लगता था । यही उनका नशा था । एक बार ऋत्विक घटक शराब की बोतलें लेकर आए और पीने के लिए रेणु को मनाते रहे । लेकिन रेणु ने शराब नहीं पी । जिसे वे छोड़ देते, उसे फिर कभी ग्रहण नहीं करते थे ।

तेईस तारीख़ अर्थात् ऑपरेशन से पहले वाले दिन वे भीतर ही भीतर बहुत नर्वस, आशंकित और विकल थे, लेकिन हावभाव से ऐसा प्रकट नहीं होने दे रहे थे । रात में बोले — "कोकाकोला ले आओ ।" वे बच्चों की तरह ज़िद करने लगे और अंततः कोकाकोला पीकर ही रहे ।